REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা ভাদ্র বুধবার ১৩২৫ ইংরাজী 21st August 1918. | ১৩শ সংখ্যা

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

কেশরঞ্জন তৈল

মনে রাখিবেন—কেশরঞ্জন আপনারই জন্য!

(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মনে রাখিবেন, কেশরঞ্জনই তাহার প্রতিকার করিবে।

(২) আপনি যদি পাঠার্থী বা পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হয়, যদি এমনা আপনার দিবারাত্র মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, নিত্য কেশরঞ্জন মাখিয়া স্নান করিবেন।

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশগুচ্ছ শিথিল হইয়াছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে টাক পড়িবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সর্ব্বদা হিসাবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যদি দিন রাত অঙ্কপাতের জন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মাথা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৫) যদি পূজার সময় প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতিকে সামান্য উপহারে সুখী করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করিয়া দিন। কেশরঞ্জনের পারিজাত গন্ধে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

এক শিশির মূল্য	...	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি ...	।৵০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	...	২॥০ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি ...	॥৵০ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কিনা করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে! দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিস্তেজ হইতে হইবে! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কেন! সত্য বটে উপদংশ অতি লজ্জাস্কর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের অমৃতবল্লী-কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সাল্সা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অতবড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন জনিত সর্ব্ববিধ ক্ষত মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য	...	১॥০ দেড় টাকা, ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	...	৩৸০ তিন টাকা বার আনা;
ডাক মাশুল ও প্যাকিং	...	১৸০ এক টাকা বার আনা।
এক ডজন (১২ শিশি)	...	১৫৲ পনর টাকা; ডাক-মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাশূন্য!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৩ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'জেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাঘোরা, মাথাধরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনা, এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি,—এস, এস, সি; (২) মেজর বি, কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, পুল্ এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া, এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২॥০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

একাধারে
যশ, ধর্ম্ম, অর্থ ও
স্বাস্থ্য
লাভ করিতে চান কি?
বাঙ্গালী পল্টনে
সত্বর যোগদান করুন!
ভর্ত্তি হইবা মাত্র
৫০৲ টাকা বখশিস।
৬০৲ মূল্যের পোষাক।
মাহিনা।
করাচীতে রংরুট অবস্থায় মোট ... ১৫৲
" সৈন্য অবস্থায় মোট ... ১৬৷৷০
মেসোপটেমিয়া বা ইষ্ট আফ্রিকায় ২২৲
খোরাক পোষাক সরকার দিবেন।
ইহা ছাড়া "বেঙ্গল রেজিমেণ্ট কমিটী"
আবশ্যক বোধ করিলে পরিবার ভরণ-
পোষণের জন্যও
অতিরিক্ত সাহায্য করেন।

আপনি কিঞ্চিৎ
ইংরাজী জানেন?
তবে সিগ্নেলার হইতে পারেন।
সিগ্নেলার হইলে উক্ত মাহিনার উপরে
৩৲ টাকা হইতে ১১।০ টাকা বেশী

ফিরিয়া আসিলে চাকুরীর খুব সুবিধা।
সত্বর স্থানীয় সবডিভিসনাল অফিসারের
নিকট আবেদন করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা ভাদ্র বুধবার, ১৩২৫ সাল।

জঙ্গিপুরে ডি, আই, জি, সাহেব।

গত রবিবার বৈকালের ট্রেণে বেঙ্গল পুলিশের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারল সাহেব জঙ্গিপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সাহেব বাহাদুর ছিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর আফিস, কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টরের অফিস ও রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ আফিস পরিদর্শন করিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি প্রত্যেক অফিস পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভাল কথা।

বস্ত্র দান।

রামপুরহাটের "রাঢ়দীপিকা" বলেন কুণ্ডলার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিগত ২৩শে শ্রাবণ তারিখে প্রায় ৬।৭ শত টাকার বস্ত্র তত্রত্য গরীব দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়াছেন।

বিবাহাদি শুভকর্ম্মে শোভাযাত্রা, বাজী পোড়ান, খেমটা নাচ, ইত্যাদিতে পয়সা ব্যয় না করিয়া নিরন্নকে অন্ন দান বিবস্ত্রকে বস্ত্রদান করিয়া দরিদ্রনারায়ণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে আমাদের সমাজের বাবুরা প্রায় নারাজ। কাবুলীর মত জুলুম করিয়া কন্যা কর্ত্তার কাছে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া প্রায় সমস্ত টাকাই 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' ব্যয় করেন। মুখুয্যে মহাশয়ের আদর্শ অনুকরণীয়। কিন্তু বাবুরা তাহা করেন না কেন? 'অধঃপাতে গতি যার— কে করে রক্ষণ'।

জঙ্গিপুর মহকুমার রংরুট।

নিম্নলিখিত যুবকগণ বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়াছেন ঃ—

১। ভগবানচন্দ্র মণ্ডল,
সাং খিদিরপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ।
২। নাসিরুদ্দীন সেখ,
সাং রঘুনাথগঞ্জ থানা রঘুনাথগঞ্জ।
৩। মহম্মদ সাখোয়াৎ আলি
সাং শীতলপাড়া, থানা মির্জাপুর।
৪। *মঙ্গেম সেখ,
সাং বাবুপুর থানা সমসেরগঞ্জ।
৫। *হামিজুদ্দিন সেখ,
সাং বাবুপুর থানা সমসেরগঞ্জ।
৬। *জেরু সেখ,
সাং বাবুপুর থানা সমসেরগঞ্জ।
৭। *মিছু সেখ,
সাং রঘুনন্দনপুর থানা সমসেরগঞ্জ।

শেষোক্ত *তারকা চিহ্নিত চারিজন পাকুড় হইতে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

ননকমব্যাটাণ্ট।

১। ললিতমোহন ঘোষ,
সাং রঘুনাথগঞ্জ, থানা রঘুনাথগঞ্জ।

দ্বারকানাথ মেমোরিয়াল শীল্ড।

নিমতিতা।

গত ১১ই আগষ্ট রবিবার এই শীল্ড প্রতিযোগীতার ফাইন্যাল খেলা হইয়া গিয়াছে। নিমতিতার ওয়াই, এম, এ, সি, ও নয়ানসুখ কারমাইকেল স্পোর্টিং ক্লাবে এই খেলা হইয়াছিল। গত ৪ঠা আগষ্ট এই দুই পার্টিতে ফাইন্যাল খেলা হয়, কিন্তু সে দিন পরস্পর কাহারও জয় পরাজয় না হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের সম্মতি অনুসারে ১১ই আগষ্ট পুনরায় খেলিবার দিন ধার্য্য হয়। এই দ্বিতীয় দিনের খেলায় উভয় পক্ষই বেশ সুন্দর খেলিয়াছিল। প্রথমার্দ্ধে ওয়াই, এম, এ, সি, নয়ানসুখ ক্লাবকে এক গোল দেয়, পরক্ষণেই নয়ানসুখ তাহা পরিশোধ করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ওয়াই, এম, এ, সি, পুনরায় এক গোল দেয়, নয়ানসুখ এ গোলটী আর পরিশোধ করিতে না পারায় পরাজিত হয়। মিঃ সি, জে, মরে সাহেব এই খেলার মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত লালবিহারী দাস মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তিনিই শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের অনুমোদন ও সমর্থনে সভাপতির পদে বৃত হইয়া জেতৃ সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে এক একটী স্বর্ণ সংযুক্ত রৌপ্য পদক এবং পরাজিত সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে এক একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রদান করেন। শীল্ডটি প্রাঙ্গনস্থ জনসঙ্ঘকে প্রদর্শনান্তর বিজয়ী দলের অধ্যক্ষকে অর্পিত হয়।

প্রাপ্ত।

অভাব ও আবেদন।

অরঙ্গাবাদ বাজার হইতে যে রাস্তাটী বরাবর বক্‌সিপাড়া হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, সম্প্রতি উহা লোক ও গাড়ী যাতায়াতের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছে। অরঙ্গাবাদ বাজার হইতে বাহির হইয়াই শিবতলার উত্তর-পশ্চিম দিকে যে বৃহৎ গর্ত্তটি বর্ত্তমান তাহারই অব্যবহিত কূলে রাস্তার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে গো-গাড়ী প্রতিমুহূর্ত্তে উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইচ্‌লীপাড়া কাছারী পার হইয়া বাঁশতলা হইতে বক্‌সিপাড়ার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রাস্তায় এরূপ কাদা হইয়াছে যে, লোক ও গাড়ী যাতায়াত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন স্থানে এক হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা। এই রাস্তাটি বর্ষাকালে প্রায় প্রতিবারই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। এজন্য আমরা লোকাল বোর্ড, অরঙ্গাবাদ ইউনিয়ন কমিটি, ও অরঙ্গাবাদ সম্মিলনীকে এ বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি। ইউনিয়ন কমিটী ও সম্মিলনী এতদঞ্চলের অনেক রাস্তার সংস্কার সাধন করিয়াছেন, অতএব আশা করি, এই অতি প্রয়োজনীয় পথটির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা অচিরে মোচন করিয়া তাঁহারা বিপন্ন পল্লীবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। ইতি

জনৈক অরঙ্গাবাদ-বাসী।

বড়মানুষের ভবিষ্যৎ।

এখন চারিদিকেই পল্লীর কাঙ্গালের বা ছোট লোকের কথা লইয়া শিক্ষিত ব্যক্তিরা নানারূপ আলোচনা করিতেছেন কিন্তু বড়মানুষদের কথা ভাবিবারও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বিজ্ঞান বলে—পরাধীন অসভ্য জাতি সুসভ্য জাতির সংশ্রবে আসিলে অল্পদিনেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার প্রধান কারণ, এরূপ সংশ্রবে তাহাদের চিরাচরিত আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বাঙ্গলা দেশ য়ুরোপীয় সংশ্রবে আসায় বাঙ্গলা দেশে দুই প্রকার নূতন খাদ্য পানীয় বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে—মদ্য ও মাংস। এ দুইটী ঠিক নূতন নহে—পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু অল্প লোকেই ব্যবহার করিত এবং তাহাও অল্প পরিমাণে। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে ব্যবহার একেবারে নিষেধ ছিল। তান্ত্রিক বীরাচারীরাই কেবল পূজা পার্ব্বনে ব্যবহার করিতেন। দেবীকে নিবেদন না করিয়া ব্যবহার করিতেন না—বলি ভিন্ন বৃথা মাংসের ব্যবহার ছিল না বলিলেই হয়। ৭০।৮০ বৎসর হইতে ইংরেজের দেখাদেখি বাঙ্গলার বড় মানুষেরা এই দুইটী দ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহার করিতেছেন। এইরূপ নূতন তেজস্কর কিন্তু স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর দ্রব্যের ব্যবহারে বাঙ্গলার বড় মানুষের মধ্যে নানারূপ ব্যাধি ও জননহীনতা দেখা দিয়াছে।

বিজ্ঞানের আর একটি কথা,—ধনী হইলেই বিলাসী হয় বিলাসী হইলেই পরাধীন হয়। পরাধীনতার কি কুফল হয় পরে দেখাইতেছি। বিলাসী হইলে ক্রমে ব্যক্তি হইতে সমস্ত জাতিটাই অধঃপতনের পথে যায়। তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত ইতিহাস যোগাইবে। রোম সাম্রাজ্য ও মুসলমানদের সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছে এই বিলাসিতার জন্য। আমাদের বাঙ্গলা দেশের বড়মানুষেরা অবশ্য একটা বিলাসী জাতি নহেন। তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবেই দেখা যাউক। তাঁহারা একস্থানে স্থাণুর ন্যায় আফিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া বসিয়া হুকুম করেন হস্ত ও পদের চালনা একেবারেই হয় না। ইহার ফলে হস্ত ও পদ ক্রমে অবশ হইতেছে—ইঁহাদের যে সকল পুত্র পৌত্রাদি জন্মিবেন তাঁহাদের হস্তপদ অধিকতর অবশ হইবে। হয়ত কালে পরিচালনা অভাবে এবং প্রয়োজনাভাবে মানুষের আদিম অবস্থার লাঙ্গুলের ন্যায় খসিয়াও যাইতে পারে। এখনই তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বড়মানুষের ছেলেরা শিশুকালে ঠেলা গাড়ীতে বেড়ায়; বড় হইলে ঘোড় গাড়ীতে স্কুলে যায় এবং যৌবনে মোটরে চড়ে। এইরূপে দেখা যাইতেছে তাহাদের পদযুগলের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে। আবার অত্যধিক পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া বড় মানুষদের একদল ক্রমে স্থূলকায় হইতেছেন। অথচ তাঁহাদের কোনরূপ ব্যায়াম নাই। ইহার ফলে তাঁহাদের কাহারও কাহারও এত স্থূল হইতেছে যে চলাফেরা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। হস্তপদাদিরূপ অঙ্গের পরিচালনার অভাবে ক্রমে অবশ হইয়া পড়িতেছে। ইহাদের পরবংশীয়দের জন্য ভাবনা আরও বেশী।

বানরের হাত ও পা যেমন প্রায় একরূপ এবং উভয়েরই অঙ্গুলিগুলি দীর্ঘ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদেরও তাহাই ছিল। পরিচালনার অভাবে পায়ের অঙ্গুলিগুলি মানুষের ছোট হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন আর পায়ের আঙ্গুল দিয়া কোন দ্রব্য ধরিতে পারি না। আমাদের দেশের বড় মানুষেরা জুতা ও মোজা পায়ে দিয়া আঙ্গুলগুলিকে চাপিয়া চাপিয়া এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছেন যে, কয়েক পুরুষ পরে প্রয়োগের অভাবে আঙ্গুলগুলি ছোট হইয়া জোড়া লাগিয়া যাইতে পারে। আমরা কাঙ্গাল লোকে হাতের দ্বারা কত রকমের কাজ করি। কিন্তু বড় মানুষদের আঙ্গুলের ব্যবহার দুই সময়ে হয়,—দিবসে ২।১ বার নাম স্বাক্ষর করিতে হয়, তাহাও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না মোহরে কাজ চলিয়া যায়। আর একবার আহারের সময়ে আঙ্গুলের ব্যবহার হয় কিন্তু যাঁহারা কাঁটা চামচ ব্যবহার করেন তাঁহাদের আঙ্গুলের ব্যবহার আরও কম।

মানুষ বড়ই হউক আর ছোটই হউক তাহাকে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবিত থাকিতে হইবে। কাঙ্গাল ক্ষুধার তাড়নায় কাজ খুজিয়া বেড়ায়, যে কাজ পায় খাটিয়া খায়। যে পায়না, সে অনাহারে মরে। আর বড় মানুষের খাদ্যের অভাব নাই, তাঁহার পাতে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই খাইয়া কত কাঙ্গালের উদর পূর্ণ হয়। কাঙ্গালের ঘরের চালে খড় নাই, বৃষ্টি পড়িলে সে ভিজিয়া কাটায়। যে পারে সে ভিজিয়া ভিজিয়া শক্ত হয় বাঁচিয়া থাকে। আর কাঙ্গালের মধ্যেও যাহার কাঙ্গালের ধাত নয় সে বেচারা রোগে পড়ে মরিয়া যায়। যখন বৈশাখের মধ্যাহ্নে বড় মানুষ ফ্যানের বাতাস খায়, আর বেয়ারা বরফ পানি যোগায়, তখন কাঙ্গাল খালি মাথায় হলকর্ষণ করে, নয় কাহারও মোট বহে। শীতকালের দারুণ শীতে কাঙ্গাল "জানু ভানু কৃশানু" আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করে, আর বড়মানুষে মোটা পশমের কাপড় চোপড় এক মুখ ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শীতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান। কাঙ্গাল এইরূপে শীত তাপ বৃষ্টি ঝঞ্ঝার সহিত সাক্ষাৎভাবে সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে বাঁচিয়া থাকে কিন্তু বড়মানুষের প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কৃত্রিম অস্ত্রগুলি সব সময় কাজ দেয় না। তাঁহাদিগকে এই জন্য সর্দ্দিগর্ম্মি নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যারামে ভুগিতে হয়।

বড়মানুষ প্রতি কাজেই পরবশ। তাঁহার আহার এবং শৌচ প্রস্রাবটা স্বয়ং না করিলে চলে না নতুবা আর সমস্ত কাজই তাঁহার অপরে করিয়া দেয়। ইহার ফলে তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ওয়াজিদ আলি শা'র লক্ষ্ণৌ হইতে পলায়ন সময়ে জুতা জোড়াটা চাকরে ঘুরাইয়া দেয় নাই বলিয়া পলায়ন হয় নাই এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। আমাদের দেশের বড়মানুষগুলি সেইরূপই পরবশ হইয়া উঠিতেছেন সুতরাং তাঁহাদের দেহ ও মনের অকর্ম্মণ্যতার ফলে তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি ও জননহীনতা প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হইবে না। বড়মানুষের ঘরে ঘরে পোষ্যপুত্র দ্বারা বংশ থাকে একথা সকলেই জানেন।

এইবার বড়মানুষের ব্যাধির কথা আলোচনা করি। তাঁহার শরীরে কোনরূপ রোগ না থাকিলেও গৃহ চিকিৎসককে ঔষধ দিতে হয়। শরীরের ওজন দিন দিন বাড়িয়া চলিলেও তাঁহাদের বিশ্বাস তাহারা দুর্ব্বল হইতেছেন। আসল কথা—তাঁহাদের মনের বল কমিয়া যায় বলিয়া তাঁহারা ভাবেন "আমি দিন দিন কাহিল হইতেছি।" দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি প্রভৃতি মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুলির অনুশীলনাভাবে তাঁহাদের চিত্তের নৈতিক অধঃপতন হয়। অপরের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করাই প্রধান ধর্ম্ম। প্রজা যদি বলে "হুজুর, আমি খাইতে পাইনা খাজনা বা আপনার দেনা দিব কিরূপে? বড় মানুষ ভাবেন "শালা ভান করিতেছে" এবং বরকন্দাজকে হুকুম দেন "ব্যাটাকে দু'ঘা বসিয়ে দে আর কাছা খুলে দেখ্ খুঁটে টাকা বাঁধা আছে কিনা।" যদি পাড়ার যুবকেরা বলে "হুজুর, আমরা একটা অনাথ ভাণ্ডার খুলব চাঁদা দেন।" বড়মানুষ ভাবেন "ব্যাটাদের জন্য আমি টাকা জমাইয়া রাখিয়াছি। আমার মোটরকারের কল বিগড়াইয়া গিয়াছে আর একখানি মোটরকার কিনিতে হইবে।" কাজেই তিনি জবাব দেন "না বাপু, ওসব কাজে আমি টাকা কড়ি দিই না" যদি কেহ বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা চাহেন, বড়মানুষ জবাব দেন "অত স্কুলের দরকার কি?' এইতো প্রতি বৎসর ২।৩ হাজার ছেলে পাশ হইতেছে তাহাদের চাকরী যোগায় কে, তাহারই ঠিক নাই আবার স্কুল! স্কুলে পড়িয়া পড়িয়া যত ছোট লোকের বাড় হইয়াছে।" যদি কোন দরিদ্র দায়গ্রস্ত হইয়া শরণাপন্ন হয় তবে তিনি উত্তর দেন "বাপুহে ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ, জান তো?"

এইরূপে দেখা যাইতেছে মানুষের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলনের অভাবে তাঁহাদের একরূপ মানসিক ব্যাধির চরম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। অন্যদিকে তৎস্থলে হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা ও দুরাকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব হইতেছে। কিসে ধনবৃদ্ধি হয় ইহাই তাঁহাদের অবিরত চিন্তা। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোন দিনই হয় না। দেশের লোকের যিনি উপকার করেন না তিনি দেশের লোকের প্রশংসা অর্জ্জন করিতেও পারেন না। কাজেই তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের শরণাপন্ন হইতে হয়। তাহাতে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—জমিদারীও বাহাল থাকে এবং রায় বাহাদুর বা রাজা বাহাদুর হওয়াটাও সহজ হয়। আর এক সময়ে ২।১ জন লোকের মন জোগাইয়া চলা কঠিন নহে।

কবি বলিয়াছেন "দুখ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে ভজে ন কোই।" কাঙ্গালের দিন রাত দুঃখ, তাই সে দিন রাতই ভগবানকে ডাকে। ভগবানকে তাহার প্রয়োজন। সে ইহজীবনে কেবলই কষ্ট পায়, তাই সে পরজীবনে সুখের আশায় ভগবানকে ডাকে। বড়মানুষের সব সময় ভগবানকে ডাকিবার প্রয়োজন হয় না। যদি তেমন তেমন মোকর্দ্দমায় জয়লাভ হয়, তাহা হইলে চাইকি মা কালী এক জোড়া পাঁঠা আদায় করিতে পারেন। অন্য সময়ে তাঁহার গোলমাল করিবার দরকার কি? যদি পূর্ব্বপুরুষের কোন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে দোল দুর্গোৎসবে দশজন রাজপুরুষের সহিত গ্রামের ২।৪ জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান হয়। পূজার কাণ্ড পূজারি করে। যে ঠাকুরই থাকুন তিনি রাজসিক ব্যাপারে ভক্তির অভাব দেখিয়া বিমুখ হন।

শ্রীভবঘুরে।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়।

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অম্লিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করে মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল,

রঘুনাথগঞ্জ।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা।

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

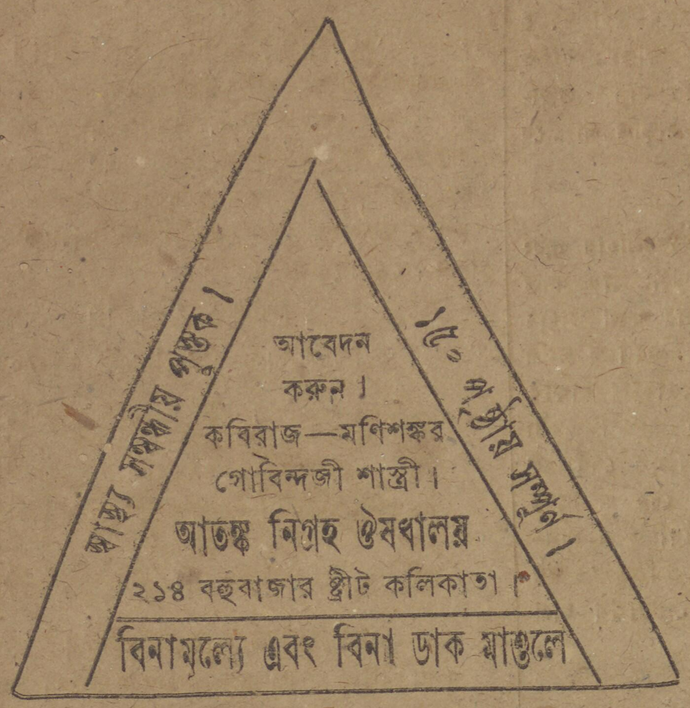

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

অতি সস্তায়

কুহকে মজিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। শ্বাস কাসের মহৌষধ চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৬৲ সাধারণ মকরধ্বজ ১ ভরি ৮৲ হিন্দুলোথ পারদযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ ভরি ১৬৲ ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য ও সূতিকায় "জীবনীয় রসায়ন" ইহা অল্পমেধা ছাত্র, প্রসূতি ও দুর্ব্বলের একমাত্র সহায়। মূল্য ২০ মাত্রা ১ শিশি ১৲ হাঁপানীর "বাসারিষ্ট ও কনকাসব" ১ মাত্রা সেবনেই হাঁপ কষ্ট কমিবে। মূল্য ১ শিশি ৸০ ও ॥০ আনা। প্রদরের অশোকারিষ্ট, ক্ষয় ও কাসের দ্রাক্ষারিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও সকলপ্রকার রক্ত দুষ্টির অনন্তারিষ্ট ১ বোতল ১॥০ প্রমেহের চন্দনারিষ্ট ও চন্দনাদি চূর্ণ ১ দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা ও পূয নির্গমন কমিবে। একত্রে ১৪ দিন সেবনোপযোগী ২৲ অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর লবণ /০ ছটাক ॥৵০ অগ্নিমান্দ্যে গঙ্গাধরী পাচক ১ কৌটা ১৫ বটী ।০ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি নাশক। কোষ্ঠ বদ্ধে গঙ্গাধরী রেচক বা দ্রাক্ষাদি ১ কৌটা ৯ বটী ।/০ ইহাতে আমবাত, কোমরের ব্যথা, পুরাতন জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনে সকালে কোষ্ঠ শুদ্ধ হয়। দন্ত মঞ্জন ১ কৌটা ৵০। দাদের মলম ১ কৌটা ।০ আনা। অন্যান্য ঔষধ ও জারিত ধাতু দ্রব্য সুবিধা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকার ও ছাত্রদিগকে সুবিধায় দেওয়া হয়।

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয় ও ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কবিরঞ্জন, গয়া।

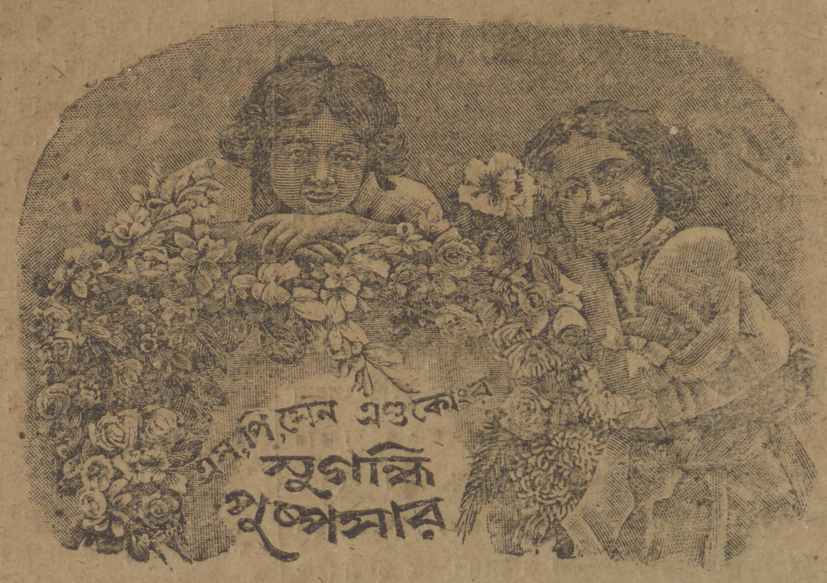

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনী গণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব, কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸০ তের আনা। ৵০ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন, চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রব সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত-বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার একশিশি মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

প্রমেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণা

সবই দূরে যাইবে। স্রাব, স্ফীত, প্রদাহ, মূত্রত্যাগকালে বিজাতীয় যাতনা প্রভৃতি সবই প্রশমিত হইবে, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের "গণোকিল" ব্যবহার করুন। অসংখ্য রোগী ইহার সহায়তায় গোপনে রোগমুক্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদ দিয়াছেন। কেন আপনি বৃথা রোগকষ্ট ভোগ করেন? রোগের অবস্থা লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। অর্ডার পাইলেই আমরা "গণোকিল" পাঠাইয়া দিব। এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর
স্বদেশ গৌরব এসেন্স।

চামেলী।—চামেলীর সৌমভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর।

সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

মল্লিকা।—বেল-যুথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ।

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

যুথিকা।—আমাদের ঘরের যুথিকাই বিলাতী সাজে 'জেস্‌মিন্' হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

মস্‌ক্‌জেসমিন।—মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ৵০ আট আনা। মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

মিল্‌ক্ অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। শ্রীশচীনন্দন দে
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ